



## তথ্যকণিকা

### রক্তের বিভিন্ন উপাদানঃ

- ✓ প্লাজমা (৫৫%)  
(পানিঃ ৯০-৯২%, দ্রবীভূত কঠিন পদার্থঃ ৮-১০%)
- ✓ লোহিত কনিকা (Red Blood Cell)
- ✓ শ্বেত কনিকা (White Blood Cell)
- ✓ অণুচক্রিকা (Platelet)

### রক্তদানের পর রক্ত পূরণের সময়ঃ

- ✓ শ্বেত কনিকাঃ কয়েক দিন থেকে কয়েক সপ্তাহ
- ✓ লোহিত কনিকাঃ ১২০ দিন বা ৪ মাস
- ✓ অণুচক্রিকাঃ ৭ দিন পর রক্ত দেয়া যায় কারণ রক্তের কনিকা গুলোর মধ্যে সর্বাধিক আয়ুকাল ৭ দিন

### রক্তদানের উপকারিতাঃ

- ✓ মানসিক তৃপ্তি - আমি একজনের জীবন বাঁচাতে সাহায্য করেছি, আমি অবশ্যই একটি ভাল কাজ করেছি।
- ✓ বিনামূল্যে রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট, এইচআইভি, ম্যালেরিয়া, হেপাটাইটিস- বি, হেপাটাইটিস - সি, সিফিলিস ইত্যাদি রোগের রিপোর্ট।
- ✓ গবেষণায় দেখা গেছে রক্ত দানের ফলে লোহিত রক্ত কনিকা তৈরির প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত হয়, হাড়ের অস্থিমজ্জার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস পায়।

### রক্তদানের যোগ্যতাঃ

- ✓ বয়সঃ ১৮-৫৭ (বাংলাদেশ বা তৎসংশ্লিষ্ট ভৌগলিক এলাকার বৈশিষ্ট্য এবং শারীরিক গঠনের উপর নির্ভরশীল)
- ✓ ওজনঃ পুরুষ - ৪৭, নারী - ৪৫ কেজি, তবে বিশেষ উপাদানের ক্ষেত্রে ওজন ন্যূনতম ৫৫ কেজি।
- ✓ কোন এ্যান্টিবায়োটিক না নিলে।
- ✓ রক্তচাপ(১৫০/১০০ - ১০০/৫০) স্বাভাবিক থাকলে।
- ✓ মোটকথা শারীরিক এবং মানসিকভাবে সুস্থ থাকলে।
- ✓ ১২০ দিনের মধ্যে রক্তদান না করে থাকলে।

### রক্তদানের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখুনঃ

- ✓ জ্বরঃ ভাইরাস জ্বর-সুস্থ হওয়ার ৭ দিন পর।
- ✓ ডেঙ্গু- সুস্থ হওয়ার কমপক্ষে ৬ মাস পর।
- ✓ ম্যালেরিয়া - সুস্থ হওয়ার কমপক্ষে ১ বছর পর।
- ✓ টাইফয়েড - সুস্থ হওয়ার কমপক্ষে ৬ মাস পর।

### কিছু রোগের ক্ষেত্রেঃ

- ✓ ডায়েরিয়াঃ ৩ সপ্তাহ পর।
- ✓ বসন্তঃ সুস্থ হওয়ার কমপক্ষে ৬ মাস পর।
- ✓ যক্ষ্মাঃ পূর্ণমাত্রার ঔষধ সেবনের ২ বছর পর।
- ✓ চর্মরোগঃ রক্তনালী আক্রান্ত না হলে দিতে পারবে।
- ✓ হাঁপানিঃ ইনহেলার নিলে বা নিয়মিত ঔষধ খেলে দিতে পারবে না। স্বাভাবিক অবস্থায় দিতে পারবে।
- ✓ রক্তস্বল্পতাঃ দিতে পারবেনা।
- ✓ মৃগীরোগঃ - না দেয়া উচিত।
- ✓ একজিমাঃ দেয়া যাবে না।
- ✓ কান বা নাক ফুঁড়ানোঃ আগে স্ক্রিনিং করে নিতে হবে।

### অভ্যাসগতঃ

- ✓ ধূমপানঃ রক্তদানের পূর্বে ধূমপান না করা উচিত। রক্তদানের পর কমপক্ষে ১ ঘণ্টা ধূমপান করা যাবে না।
- ✓ অ্যালকোহলঃ পানের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে রক্তদান করা উচিত নয় কারণ মদ্যপানের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রক্ত গ্রহীতার শরীরে প্রভাবিত হতে পারে।



## ঔষধ সেবনঃ

- ✓ এ্যান্টিবায়োটিক নিলেঃ শেষ বার সেবনের কমপক্ষে ১ সপ্তাহ পর, কারণ শারীরিক দুর্বলতা কাটানোর জন্য ৭ দিন সময় প্রয়োজন।
- ✓ অপারেশন - সুস্থ হওয়ার কমপক্ষে ১ বছর পর।
- ✓ রক্তগ্রহন করলে - সুস্থ হওয়ার কমপক্ষে ১ বছর পর।
- ✓ দাঁতের চিকিৎসাঃ ফিলিং - ১ দিন, রুট ক্যানেল - ৩ দিন পর।

## হেপাটাইটিসঃ

- ✓ হেপাটাইটিস এ, ই - সুস্থ হওয়ার কমপক্ষে ৬ মাস পর।
- ✓ হেপাটাইটিস বি, সি- কখনো রক্তদান করতে পারবেনা।

## নারীদের ক্ষেত্রেঃ

- ✓ অন্তঃসত্ত্বাঃ দিতে পারবে না। সন্তান জন্মদানের ৬ মাস পর দিতে পারবে। তবে বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানো অবস্থায় দিতে পারবে না।
- ✓ মাসিক চলাকালীনঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে না দেয়াই ভালো।
- ✓ জন্মনিয়ন্ত্রণ পিলঃ খাওয়া অবস্থায়ও দিতে পারবে।

## কখনই রক্ত দিতে পারবে নাঃ

- ✗ এইচআইভি পজেটিভ।
- ✗ সিরিঞ্জের মাধ্যমে মাদক নিলে।
- ✗ কাঙ্গার।
- ✗ হৃদরোগ।
- ✗ বাতজ্বর।
- ✗ সিফিলিস (যৌনরোগ)
- ✗ কুষ্ঠ বা শ্বেতী এবং
- ✗ যেকোন রক্তবাহিত রোগ।

## টিকা গ্রহণঃ

- ✓ ইনফ্লুয়েঞ্জা, টিটেনাসঃ জ্বর ও কোন উপসর্গ না থাকলে দিতে পারবে।
- ✓ বসন্ত, পোলিও, করোনা, মেনিনজাইটিসঃ ৪ সপ্তাহ।
- ✓ হেপাটাইটিস বিঃ প্রথম ৩ ডোজ গ্রহণের কমপক্ষে ২ সপ্তাহ পর এবং বুস্টার ডোজ গ্রহণের ১ বছর পর রক্তদান করতে পারবে।

## মনে রাখতে হবেঃ

- ✓ রক্তদাতা যেন কোনভাবেই খালি পেটে থাকা অবস্থায় রক্ত না দেয়।
- ✓ রক্তদানের পূর্বে এবং পরে পানি পান করতে বলুন।
- ✓ রক্তদানের পর কমপক্ষে ১০ মিনিট বিশ্রাম নিতে বলুন।
- ✓ রক্তদানের পর ১ ঘণ্টার মধ্যে ভারী খাবার না খেতে বলুন।